OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 690 - 701
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 690 - 701
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

অদ্বৈত বেদান্ত ও ভারতীয় সুফি : একটি দার্শনিক আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ হাতী
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া
Email ID: rabindranathhati1999@gmail.com
0009-0007-8385-2266

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Advaita Vedānta, Indian Sufism, Brahman, Ātman, Tawḥīd, Waḥdat al-Wujūd, Fanā, Baqā, Mysticism.

Abstract
This paper attempts to explore the philosophical relationship between Advaita Vedānta and Indian Sufism, with particular emphasis on the areas of harmony, conceptual affinity, and the possible influence of non-dualistic thought on the development of Indian Sufi philosophy. The study primarily examines concepts such as Brahman, Ātman, Māyā, and Mokṣa in Advaita Vedānta alongside Sufi concepts such as Tawḥīd, Waḥdat al-Wujūd, Fanā, and Baqā. Rather than presenting Advaita Vedānta and Indian Sufism as entirely separate intellectual traditions, this paper seeks to understand their points of convergence through a comparative philosophical approach.

Discussion

অদ্বৈত বেদান্ত : আচার্য গৌড়পাদ হলেন শংকরাচার্যের গুরু গোবিন্দপাদের গুরু। তাঁর হাত ধরে অদ্বৈত বেদান্তের পথ চলা শুরু হয়। তিনি অদ্বৈত প্রবাহের মূল কর্ণধার। তিনি তাঁর মাণ্ডূক্য কারিকায় অদ্বৈতবাদের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন শ্রুতি ও যুক্তির মাধ্যমে। তিনি ব্রহ্মের অদ্বৈত স্বরূপের কথা বলছেন, জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করেছেন। পরবর্তীকালে শংকরাচার্য অদ্বৈত বেদান্তের একটি সুসংগত তন্ত্রবদ্ধ ব্যাখ্যা দেন। তিনি অদ্বৈত বেদান্তকে জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে গিয়েছেন।

শংকর আত্মাকে ব্রহ্ম বলেছেন। আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে না, কেননা তা স্বতসিদ্ধ। আমরা তাকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করি। আত্মাকে আমরা 'অহং' রূপে প্রত্যক্ষ করে থাকি কিন্তু সেখানে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায় না, কেননা সেখানে অবিদ্যা বশত আমরা ইন্দ্রিয় ও শরীরের বৈশিষ্ট্যকে আত্মাতে আরোপ করি। কিন্তু আত্মার স্বরূপ এমনটা নয়, আত্মা হল চৈতন্যময়, বাকি সব জড়। আত্মাকে বা ব্রহ্মকে কেউ প্রকাশ করে না, তা স্বপ্রকাশক এবং জ্ঞানস্বরূপ। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বড়ো বা ব্যাপক বা বৃহত্তম। ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত। একমাত্র আত্মা বা ব্রহ্ম ছাড়া সবই মিথ্যা। এক এবং একমাত্রই সত্তা রয়েছেন, আর দ্বিতীয় কিছু নেই। এই কথাটি বোঝাতে, ছান্দোগ্য উপনিষদে 'একমেবাদ্বিতীয়ম' শব্দটির পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা হয়েছে। ব্রহ্মের মধ্যে নানাত্ব নেই, তাই বলা হয়েছে "নেহ নাস্তি কিঞ্চন।"[১]

অদ্বৈতবাদের মূল বক্তব্য হল, -

"শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"।।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 690 - 701
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শংকরাচার্য বলেন যে, কোটি কোটি গ্রন্থে যা বলা হয়নি তা অর্ধেক শ্লোকে বলে দেওয়া যায়। তা হল ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম এক। ব্রহ্ম চরম সত্তা, ব্রহ্ম নির্বিশেষ, তার কোন ভেদ নেই। যার ভেদ আছে তা মিথ্যা, যার বাধ আছে তা মিথ্যা। ব্রহ্মের বাধ হয় না, তাই তা পরম সৎ। তার ভেদ নেই তাই তা অদ্বৈত। সেই শুধুমাত্র আছে, আর কেউ নেই। ভেদ তিন প্রকার স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ; ব্রহ্ম এই তিন প্রকার ভেদরহিত। ব্রহ্মের সমজাতীয় দ্বিতীয় আর কিচ্ছু নেই, আবার ব্রহ্মের বিজাতীয় কিছু নেই। এছাড়াও চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মের কোন স্বগত ভেদ নেই। কারণ স্বগত ভেদ নিজের সাথে নিজের অংশের হয়ে থাকে। কিন্তু নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মের কোন অংশ নেই, তাই তা স্বগত ভেদরহিত।

আত্মা বা ব্রহ্ম অদ্বৈত মতে নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, নির্বিশেষ। আত্মাতে কোন কর্তৃত্ব নেই, তাই তা নিস্ক্রিয়। নির্গুণ ব্রহ্মকে সক্রিয় বললে তার যে বিকার হবে তা স্বীকার করা অবশ্যম্ভাবী, আর যার বিকার হয় তার ধ্বংস হয়। আর যার ধ্বংস হয় তাকে আর নিত্য বলা যাবে না। কিন্তু ব্রহ্ম নিত্য, শাশ্বত। ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয়েছে তার কারণ হল ব্রহ্মকে সগুন বললে ব্রহ্ম সসীম হয়ে পড়বে। কেননা যদি বলা হয় যো ব্রহ্ম ‘এই গুণ বিশিষ্ট’, ‘সেই গুণ বিশিষ্ট’ তাহলে সেখানে প্রচ্ছন্নভাবে বলা হয় যে ব্রহ্মতে ওই গুণটা ছাড়া বাকি গুণ নেই। যখনই এমন বলবো তখন ব্রহ্ম আর অসীম থাকবে না, সসীম হয়ে যাবে। আত্মা বা ব্রহ্মের কোন বাধ হয় না তা পারমার্থিকভাবে সৎ, জগতের বাধ হয়, তাই জগৎ মিথ্যা।

মূলত অদ্বৈত বেদান্তে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হলেও আমরা দেখতে পাবো সেখানে ব্রহ্মের দুটি রূপের কথা বলা হয়েছে, সগুণ ও নির্গুণ। ব্রহ্মের দুই ধরনের লক্ষণ দেওয়া হয়, সেখান থেকেই দেখা যাবে যে একই সত্তার দুটি দিক। প্রাথমিকভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্রহ্ম কি? এই জিজ্ঞাসা জাগলে তা সহজে বোঝানোর জন্য ব্রহ্মের যে লক্ষণ দেয়া হয় তা হল, ‘জন্মাদস্য যতঃ’ অর্থাৎ যা থেকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়ে থাকে তাই হল ব্রহ্ম। এটা হল ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। এই লক্ষণটি ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশক নয়। কেননা এই লক্ষণের মাধ্যমে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে না। জগতের স্বভাব সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কে ব্রহ্মের লক্ষণ হিসেবেই ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলির সাথে প্রকৃত নির্গুণ ব্রহ্মের কোন যোগ নেই। তবে এই তটস্থ লক্ষণটি সগুণ ব্রহ্মকে নির্দেশ করছে কেননা, সগুণ ব্রহ্ম সৃষ্টির ধারণার অন্তর্গত। অন্যদিকে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ বোঝাতে বলা হয়েছে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ ব্রহ্ম হল সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্ম সত্য, চৈতন্য ও অসীম। এটি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। এই লক্ষণটি ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশক, কেননা এই লক্ষণে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়। উল্লেখ্য যে সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের গুণ নয়, এগুলি ব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ এবং ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম অসৎ নয়, ব্রহ্ম জ্ঞানাভাব নয় এবং ব্রহ্ম আনন্দাভাব নয়। মনে রাখতে হবে স্বরূপ লক্ষণটি ব্রহ্মের নেতিবাচক লক্ষণ। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে এক ও অদ্বিতীয় সৎ ছিল, পরে নিজের ইচ্ছায় বা চিন্তায় বহু হয়েছেন। সুতরাং বলা যায় ব্রহ্ম যেমন সৎ তেমনি চৈতন্যময়, কেননা ব্রহ্ম চেতন না হলে এমন চিন্তা বা ইচ্ছা করতে পারতেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে জীবই ব্রহ্ম অর্থাৎ ‘তুমি সেই’। তুমি বলতে চেতনস্বরূপ জীব এবং ‘সেই’ বলতে ব্রহ্মকে বোঝানো হয়েছে। এখন ব্রহ্ম চেতনস্বরূপ না হলে তার সাথে চেতনস্বরূপ জীবকে এক বলা যায় না। তাই মানতে হয় ব্রহ্ম চেতন। আবার বলা হয়েছে ‘আনন্দময়োহভ্যাসাৎ’[২] অর্থাৎ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, এটাই শাস্ত্রে বারবার বলা হয়েছে। ব্রহ্ম কোনো আনন্দময় সত্তার অংশ নয়, তা আনন্দস্বরূপ তাই, “তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীটি এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে, “যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই পর ব্রহ্মে উপনীত হন”, “ব্রহ্ম হইলেন সত্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ”, “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি শামসত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” - এই ব্রহ্মকেই পরবর্তী উপসংহারে ‘পুচ্ছ’ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা না হইলে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ অংশের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ ভাব থাকিয়া যাইত। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ মন্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মই হইলেন মুখ্য বিষয়বস্তু তাই ব্রহ্ম কখনও ‘আনন্দময়’ সত্তার অংশ মাত্র হইতে পারেন না।”[৩] সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিশেষ আর একমাত্রই নির্গুণ ব্রহ্ম হতেই মুক্তি সম্ভব। তাই আমাদের নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করতে হবে। তবে অদ্বৈত বেদান্ত মতে, সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম একই সত্তার দুটো আলাদা দিকমাত্র। যেমন হেড ও টেল একই মুদ্রার দুটো দিক। এখানে দৃষ্টির তফাৎ, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যিনি সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। মায়ারূপ উপাধির কারণে ব্রহ্ম সগুণরূপে প্রতিভাত হয়। ‘অরুপবদেব হি, তৎপ্রধানত্বাৎ[৪] অর্থাৎ ব্রহ্ম সুনিশ্চিতভাবে নিরাকার, এটাই প্রধান বক্তব্য, সকল শ্রুতি এটাই প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু অনেক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 690 - 701
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সাকাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মনে হতে পারে যে ব্রহ্মকে একসাথে সাকার ও নিরাকার বলা যায় কীভাবে? এর উত্তরে বলা হয় রূপবিশিষ্ট বস্তুর নিকটে এসে নিরাকার আলোকরশ্মি যেমন আকার ধারণ করে ঠিক তেমন পরম ব্রহ্ম উপাধিযুক্ত জীবের সান্নিধ্যে এসে সাকাররূপ ধারণ করে। এর প্রধান কারণ হল মায়াশক্তি। মায়াশক্তির কারণে নিরাকার সত্তা সাকাররূপে প্রতিভাত হয়। এই মায়া সগুণব্রহ্মের শক্তি। আগুনের যেমন দহন করার শক্তি আছে তেমনি সগুণ ব্রহ্মের ভাবরূপ মায়াশক্তি আছে। মায়া অনির্বচনীয়, অনাদি। মায়ার আশ্রয় ব্রহ্ম হলেও মায়া তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সুতরাং মায়ার প্রভাব নিরাকার সত্তাকে সাকার ও বহুরূপে প্রতিভাত হয়, ফলে এখানে কোনো বিরোধিতা নেই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মকে 'নেতি, নেতি' করে উল্লেখ করা হয়েছে। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, -

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তমৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।।[৫]

অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্ম হল অশব্দ অর্থাৎ যাকে কোনো শব্দ দ্বারা বোঝানো যায় না। ব্রহ্ম অস্পর্শ অর্থাৎ তাকে কোনোভাবে স্পর্শ করা যায় না। ব্রহ্ম অরূপ অর্থাৎ তার কোনো রূপ নেই, তিনি রূপহীন। ব্রহ্ম রসহীন, গন্ধহীন। ব্রহ্ম অনাদি অর্থাৎ তার কোনও কারণ নেই এবং ব্রহ্ম অনন্ত অর্থাৎ তা কার্যরহিত। ব্রহ্ম মহৎ থেকে পরম, নিত্য। এমন ব্রহ্ম বা আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করে মোক্ষলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি সংসার বন্ধন থেকে চির মুক্তিলাভ করে।

অদ্বৈত বেদান্তে জগতকে মিথ্যা বলা হয়েছে, যখন ব্রহ্মের জ্ঞান হয় তখন জগতের বাধ হয়। তার মানে এই নয় যে জগতের কোন গুরুত্ব অদ্বৈত বেদান্তে নেই, অবশ্যই আছে। অদ্বৈত বেদান্তে জগৎ ব্যবহারিকভাবে সৎ, জগতের ব্যবহারের গুরুত্ব রয়েছে। যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যাবে তখন আর জগতের সত্যতা থাকবে না কিন্তু যতক্ষণ না ব্রহ্মের উপলব্ধি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জগতের ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে বলা হয়। অদ্বৈত বেদান্ত মতে, জগৎ নির্গুণ ব্রহ্মের বিবর্ত, পরিণাম নয়। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ক্ষেত্রে সর্প হল রজ্জুর বিবর্তরূপ, রজ্জু প্রকৃত সর্পে পরিণত হয় না। মায়ার কারণে ব্রহ্ম এক থেকেই বহুরূপে প্রতিভাত হয়েছে। জগত ব্রহ্মের মায়াবিলাস, তার লীলা। মায়ার দুই শক্তি আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি। আবরণ শক্তির দ্বারা মায়া ব্রহ্মকে আবৃত করে এবং বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা আবৃত ব্রহ্মস্থলে জগতকে প্রকাশিত করে। মায়ার মধ্যে জগত প্রচ্ছন্ন থাকে। যখন সৃষ্টি শুরু হয় বা যখন মায়া সৃজনীশক্তিরূপে প্রকাশিত হয় তখন ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম মায়ার মধ্যে থাকা জগতকে আবির্ভাব করে। ঈশ্বরের মধ্যে রয়েছে জগৎকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা থেকেই তিনি এক থেকে বহু হয়েছেন। মায়ার দ্বারা তিনি জগতকে সৃষ্টি করে থাকেন বলে তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ আবার মায়াযুক্ত ব্রহ্ম জগত হয় বলে তা উপাদান কারণও বটে, তাই বলা হয় - "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ"[৬] ব্রহ্ম যে জগতের কারণ তা বেদে বারবার উল্লেখিত হয়েছে। শ্বেতাশ্বর উপনিষদে বলা হয়েছে তিনি জগতের কারণ, ইন্দ্রিয়ের অধিপতি। কিন্তু তার কোনো কারণ বা অধিপতি নেই। 'অভিধ্যোপদেশাচ্চ'[৭] অর্থাৎ সৃষ্টি করার ইচ্ছের উল্লেখ আছে। ব্রহ্ম নিজে বহুরূপে আবির্ভাব হবেন এই কথা থেকে ব্রহ্ম যে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ তা বোঝা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে একথা বলা আছে যে 'আমি এক আছি বহু হব'। এ সমস্ত প্রমাণ ব্রহ্ম যে একই সাথে উপাদান ও নিমিত্ত কারণ তা নির্দেশ করে। উদাহরণ হিসাবে বলা হয়, -

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাৎক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।।"[৮]

অর্থাৎ মাকড়শা যেমন নিজের শরীর থেকে তন্তুসমূহ সৃষ্টি করে এবং তা গ্রহণও করে তেমনি ব্রহ্মও অন্য কারণ নিরপেক্ষভাবে সৃষ্টি ও লয় করে থাকে। ব্রহ্ম মাকড়শার মতো নিজের থেকে জগত সৃষ্টি করেছেন। তাই বলা হয়েছে, 'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ'[৯] অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজেকে জগৎরূপে সৃষ্টি করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় তিনি একই সাথে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 690 - 701
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই। প্রশ্ন ওঠে নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ তো এক নয়, যেমন ঘট তৈরিতে ঘটের নিমিত্ত কারণ হল কুম্ভকার এবং উপাদান কারণ হল মাটি। মাটি আর কুম্ভকার তো এক নয় তাহলে ব্রহ্ম একসাথে নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ হয় কীভাবে? এর উত্তরে বলা হয় ঘটের ক্ষেত্রে নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ আলাদা হলেও জগত সৃষ্টিতে তা আলাদা নয়। জগত সৃষ্টির পূর্বে যেহেতু একমাত্র ব্রহ্মই ছিল, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু ছিল না সেহেতু জগত সৃষ্টির কারণ বলতে একমাত্র ব্রহ্মকে বোঝাবে সে নিমিত্ত কারণ হোক বা উপাদান কারণ।

মায়াযুক্ত ব্রহ্ম যেহেতু জগত হয়েছে সেহেতু মায়ার নাশ হলে প্রকৃত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপলব্ধি হবে তখন সাধক বা মুমুক্ষুত্ব ব্যক্তি মোক্ষলাভ করবে। ব্যক্তি নিজে ব্রহ্ম হয়ে যাবেন তাই বলা হয়েছে, -

"সযোহ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাদ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তো হমৃতো ভবতি।।[১০]

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন তিনি ব্রহ্ম হয়ে যান। ব্রহ্মকে জানা মানে ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া। আসলে জীবের মধ্যে ব্রহ্ম বা আত্মা রয়েছে, মায়ার কারণে জীব তার স্বরূপ ভুলেছে। মায়া নাশে নিজের স্বরূপ অনুভব হলে পরে ব্রহ্মলাভ হয়। আমিত্বের নাশ হলে জীবাত্মা পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সাথে একীভূত হয়, এই ব্রহ্মের সাথে জীবের একত্ব হওয়া মোক্ষ। এই জন্য অদ্বৈত বেদান্তের মুক্তিকে সাযুজ্য মুক্তি বলা হয়। জীবের পক্ষে একত্বলাভ সম্ভব কেননা স্বরূপত জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন বা বলা যায় জীব হল ব্রহ্মের প্রতিচ্ছবি। জীব ও জগত ব্রহ্মের মায়া দ্বারা সৃষ্ট। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নেই। ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ, জীবও চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু শরীরাদির সাথে জীবাত্মা যুক্ত হওয়ায় তার নিজের স্বরূপ ভুলে যায়, নিজেকে শরীরের সাথে অভিন্ন ভাবতে শুরু করে। জীব হল প্রতিবিম্ব এবং ব্রহ্ম হল বিম্ব। বিম্বও প্রতিবিম্ব হয়। চাঁদ একটি কিন্তু বিভিন্ন জলপূর্ণ কলসিতে প্রতিফলিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়। তেমনি ব্রহ্ম একটি কিন্তু বিভিন্ন অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয়ে থাকে বলে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়। আসলে এটা আমাদের ভ্রম, মায়া। এই মায়ার কারণে অন্তঃকরণের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব, ভোগকৃত্ব আত্মার ধর্ম বলে অনুভব হয়। ব্রহ্ম সর্ব্ব্যাপী, সবকিছুর মধ্যে ব্রহ্মের অবস্থান তাই ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'[১১] অর্থাৎ সবকিছু ব্রহ্ম, সবই ব্রহ্মের প্রকাশ। যাইহোক, প্রশ্ন ওঠে যে সকল জীবের মধ্যে যদি তিনি থাকেন তাহলে জীব মধ্যস্থিত আত্মা সুখ ও দুঃখের ভোক্তা হবে কিনা? এর উত্তরে বলা হয়, না, তাদের মধ্যে স্বভাবগত পার্থক্য আছে, জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক ভিন্নাভিন্ন। ব্রহ্ম ও জীব স্বরূপত অভিন্ন হলেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে স্বভাবগত পার্থক্যের কারণে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। তাই বলা হয়েছে, 'সংভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ'[১২] অর্থাৎ ব্রহ্ম কোনো কার্যের কর্তা নয় অতএব তিনি সুখ, দুঃখের ভোক্তা নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে স্বভাবগত পার্থক্য থাকলে তাদের অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠা কীভাবে করা যাবে? উত্তরে বলা হয়, "অবস্থিতেরিতি কাশকৃতস্নঃ।"[১৩] মুনি কাশকৃতস্ন বলেন, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা জীবদেহে স্বয়ং জীবাত্মারূপে অবস্থান করছে, জীব বলতে পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে বুঝতে হবে। মায়ার কারণে স্বভাবগত পার্থক্য ধরা পরে। কিন্তু আসলে তারা অভিন্ন। জীব ও ব্রহ্ম যে অভিন্নতার প্রমাণ পাওয়া যায় চার মহা বাক্যে, সেগুলি হল - 'তত্ত্বমসি,'[১৪] 'অহং ব্রহ্মাস্মি,'[১৫] 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,'[১৬] 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম।'[১৭] প্রথম মহাবাক্য দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, 'তুমিই সেই' অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মাই হল চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম। দ্বিতীয় মহাবাক্যে বলা হয়েছে 'আমি ব্রহ্ম' অর্থাৎ আমি শরীর, ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি নই, আমি চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম। তৃতীয় মহাবাক্যের দ্বারা প্রজ্ঞা বা জ্ঞান বা বিশুদ্ধচেতনাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। এবং শেষ মহাবাক্যে বলা হয়েছে, 'এই আত্মাই ব্রহ্ম' অর্থাৎ অয়ং নির্দেশ করে সাক্ষী চৈতন্যকে, আত্মাকে।

অদ্বৈত বেদান্ত ও সুফি : উপরিক্ত অদ্বৈত বেদান্তের আলোচনা থেকে যে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে সেই ধারণার সাথে সুফি ধারণার কতটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায় তা বিচার্য এখন। অদ্বৈত বেদান্তে বার বার যে মূল কথাটির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম' কথাটির অন্তর্নিহিত ভাব অয়াহাদাতুল অজুদ তত্ত্বে ও মূল ইসলামের ভাবনাতেও পাই, তা হল— 'Lā ilāh illā Llāh'[১৮] এখানে 'Lā'- কথার অর্থ হল 'কোনো নেই', 'ilāh'- কথাটির অর্থ হল উপাস্য, 'illā Llāh'- কথাটির অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত। সুতরাং মূল কথাটির অর্থ হল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই'। এখান থেকে কেউ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 690 - 701
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মনে করতে পারেন এটি শুধুমাত্র একেশ্বর চিন্তা মাত্র কিন্তু তা নয়। এখানে মূল দার্শনিক চিন্তাও প্রচ্ছন্ন। তা হল এই কথার মধ্যে দিয়ে সুফিরা ঘোষণা করেন পরম সত্য এক, দুই নয়। পরম সত্য অদ্বৈত, দ্বৈত নয়। এটি সুফিদের মূল ভাবনা। 'ওয়াহাদাতুল অজুদ' তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে এই ধারণা গভীরভাবে ফুটে উঠেছে। বহু ভারতীয় সুফি সাধক ইবনে আরাবীর এই তত্ত্ব গ্রহণ করেছেন। "ভারতবর্ষ সুদুর প্রাচীন যুগ হতেই আধ্যাত্মিকতার লীলাভূমি ও অয়াহাদাতুল ওজুদের সমর্থক"[১৯] সুতরাং ভারতীয় সুফি ঘরানায় এক পরম সত্যের ধারণায় বিশ্বাসের বহুল প্রচলন দেখা যায়, যা বেদান্তের সংস্পর্শে আরও তীব্র হয়ে ওঠে। অদ্বৈত বেদান্তে এক পরম সত্তায় বিশ্বাসকে তাদের দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্তে পরম সত্য বা চূড়ান্ত বাস্তবতাকে (Absolute Reality) ব্রহ্ম বলা হয়েছে। আর সুফি দর্শনে এই চরম বাস্তবতা হল আল্লাহ্। আল্লাহ্ সুফিদের কাছে সমস্ত কিছুর মূল শিকড়। সকল অস্তিত্বের মূলে যিনি আছেন তিনি আল্লাহ্। তাই সুফি দর্শনে অস্তিত্বের একত্বের কথা বলা হয়েছে বার বার। অস্বতন্ত্র বহুত্বের মূলে তিনিই স্বতন্ত্র পরম সত্য। আল্লাহ্ ব্যতীত কিছু নেই, সব কিছু তাঁর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বলা যায় তিনি ছাড়া সব কিছু আপেক্ষিক সত্য।

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [২০]

বাংলা উচ্চারণ - হুওয়াল আউয়ালু ওয়াল-আখিরু ওয়াজ-জাহিরু ওয়াল-বাতিনু অয়া হুওয়া বিকুল্লি শাইয়িন আলীম। অর্থাৎ তিনি আদি বা প্রথম, তিনি অনন্ত বা শেষ, তিনি ব্যক্ত বা প্রকাশমান, তিনি অব্যক্ত বা অ-প্রকাশমান এবং তিনি সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ্ সবার আগে তারপর সবকিছু, তিনি সবকিছুর আদি বা প্রথম। তাই সবকিছু আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্র আগে কেউ ছিল না। তাঁর অস্তিত্ব চরম অস্তিত্ব। কারণ আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ, বাকি সব অসম্পূর্ণ। সবকিছুর মূল আল্লাহ্ সমস্ত কিছু লয় হয়ে গেলেও তিনি তার চূড়ান্ত অস্তিত্ব বজায় রাখেন। সবকিছুর পরিণতিতে বা পরিবর্তনেও আল্লাহ্র পরিবর্তন হয় না।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ [২১]

বাংলা উচ্চারণ - কুল্লু শাইইন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহাহু। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যাতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। তার মানে কোন কিছুর পরিবর্তনে আল্লাহ্র পরিবর্তন হয় না।

এরপর বলা হচ্ছে আল্লাহ্ প্রকাশমান। অদ্বৈত বেদান্তে যেমন ব্রহ্মকে স্ব-প্রকাশ বলা হয়েছে ঠিক তেমন আল্লাহ্ হলেন স্ব-প্রকাশ।

> "সুফি দর্শন অনুযায়ী আল্লাহ্ আপনাতে আপনিই বিকশিত, আপনাতে আপনি পূর্ণ"[২২] (পৃ, ১৯৮, অয়াহাদাতুল ওজুদের রহস্যভেদ)।

এই জগত হল তার নাম ও গুণাবলীর প্রকাশ। সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তিনি প্রকাশমান। অদ্বৈত বেদান্তে যেমন বলা হয় এই জগত মায়ার দ্বারা সৃষ্ট ও মিথ্যা তেমনভাবে সুফি দর্শনে বলা হয় এই জগত তাজাল্লির প্রকাশ। অদ্বৈত বেদান্তে জগতকে ব্যবহারিকভাবে সত্য বলা হয়েছে এবং পারমার্থিক অর্থে মিথ্যা বলা হয়েছে অর্থাৎ জগত আপতিকভাবে সত্য হলেও চরমভাবে সত্য নয়। এই একই কথা সুফি দর্শনেও বলা হয়। বিশেষ করে ওয়াহাদাতুল ওজুদ তত্ত্ব অনুযায়ী জগতকে আপতিকভাবে বাস্তব ও সত্য বলা হয়েছে কিন্তু তা আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল ও অসম্পূর্ণ। মিথ্যা কথার অর্থ যদি ব্যবহারিক বা আপতিক সত্য হিসাবে ধরা হয় তাহলে সুফি দর্শনে জগতকে সরাসরি মিথ্যা না বলা হলেও একই কথা বোঝায়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বিখ্যাত উক্তি করা হয়, তা হল—

"सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत।"[২৩]

বাংলা উচ্চারণ - সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত। অর্থাৎ সবই ব্রহ্ম, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ব্রহ্মে— এই জেনে উপাসনা করতে হবে। অদ্বৈত বেদান্তে এই কথাটি গুরুত্বপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এই মতে, ব্রহ্ম একমাত্র পরম সত্তা। সবকিছুর অস্তিত্বগত ভিত্তি। পরম সত্য একটি, কিন্তু নাম-রুপের আরপের ফলে বহু বলে প্রতিভাত হয়। জগতের ভিত্তি, জীবাত্মার স্বরূপ সবই ব্রহ্ম। নাম-রূপ জগতের অন্তরালে নিত্য, শাশ্বত ব্রহ্ম আছে আর দ্বিতীয় কেউ নেই।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 690 - 701
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সুফি মতে অর্থাৎ ওয়াহাদাতুল অজুদ তত্ত্ব অনুযায়ী সব কিছু আল্লাহ্ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। বহুত্বের জগতের অস্তিত্বের আড়ালে পরম আল্লাহ্ বিদ্যমান। সবকিছু আল্লাহ্, এর বাইরে কিছু নেই।

> "কোরআনে বলা হয়েছে তুমি যেদিকে তাকিয়ে দেখ না কেন, কোথাও আল্লাহ্র চেহারা ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না...।"[২৪]

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾
اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾[২৫]

বাংলা উচ্চারণ - কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ।
আল্লাহুস সামাদ।
লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ।
ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থাৎ "বলুন, তিনি আল্লাহ, একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

আল্লাহ্ এক অখণ্ড সত্তা। আল্লাহ্ 'ওয়াহেদ' অর্থাৎ এক এবং 'আহাদ' অর্থাৎ অখণ্ড। সুতরাং বলা যায়, আল্লাহ্র কোনো স্ব-গত ভেদ নেই আবার বলা হয় 'আল্লাহ্ লা শরিক' অর্থাৎ আল্লাহ্র কোনো শরিক নেই বা তার সমতুল্য কেউ নেই। সুতরাং আল্লাহ্র স্ব-জাতীয় ভেদ নেই। আল্লাহ্র বিজাতীয় ভেদও নেই। এদিক থেকে অদ্বৈত বেদান্তের সাথে সুফির সামঞ্জস্য রয়েছে। অদ্বৈত বেদান্তে বলা হয়েছে ব্রহ্মের স্ব-জাতীয়, বিজাতীয় এবং স্ব-গত ভেদ নেই। এই তিন ভেদ রহিত।

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ [২৬]

বাংলা উচ্চারণ - কুনতু কানযান মাখফিয়্যন, ফা-আহ্বাবতু আন উ'রাফা, ফা-খালাকতু, খালকান। অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন আমি ছিলাম এক গুপ্ত ভাণ্ডার বা বলা যায় অব্যক্ত ভাণ্ডার কিন্তু আমি চাইলাম নিজেকে প্রকাশ ঘটাই বা ব্যক্ত হই তারপর আমি জগত সৃষ্টি করলাম। এটি ঠিক উপনিষদের কথা। উপনিষদে বলা হয় এ জগত তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্ট হয়েছে। নিজের ইচ্ছায় তিনি এক থেকে বহু হয়েছেন অর্থাৎ তিনি বলেন, 'আমি এক আছি বহু হব'। অদ্বৈত বেদান্তে মাকড়শার উদাহরণ দেওয়া হয় যে কিভাবে তিনি জগত সৃষ্টি করলেন তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। এই উদাহরণ থেকে অদ্বৈত বেদান্ত ব্রহ্মকে একই সাথে উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। সুফি মতেও বলা হয় এ জগত আল্লাহ্র গুণের প্রকাশ। এই সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। এই অর্থে তিনি জগতের অন্তর্লীন বলে অনেক সুফি ব্যাখ্যা করেন। অয়াহাদাতুল অজুদ তত্ত্ব অনুযায়ী আল্লাহ্ একই সাথে জগতের অতিবর্তী এবং অন্তবর্তী।

> "অধিকাংশ সুফির মতে আল্লাহ বিশ্বলীন ও বিশ্ব বহির্ভূত দুই-ই। আল্লাহ বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, এই বিশ্ব আল্লাহ সত্তাময়। আল্লাহ ও জগতে কোনো ভেদ নাই। সমগ্র জগৎ আল্লাহ এবং সমগ্র আল্লাহ জগৎ। এই মতবাদকে পাশ্চাত্য দর্শনে সর্বেশ্বরবাদ বা 'প্যানথেইজম' বলে। কিন্তু সুফি মতবাদ ঠিক সর্বেশ্বরবাদ নয়। আল্লাহ জগতের অন্তর্ব্যাপী সত্তারূপে এবং জগৎ আল্লাহর সত্তার মাঝে ধারণারূপে অবস্থিত এবং সমগ্র জগত আল্লাহ বটে, কিন্তু সমগ্র আল্লাহ জগৎ নয়। আল্লাহ জগতের অতিরিক্ত বা বহির্ভূত বটে। তাই সাধারণভাবে সুফিবাদকে সর্বেশ্বরবাদ বা 'প্যানথেইজম' বলা হলেও তা যথার্থ নয়।"[২৭]

সুতরাং এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, সুফি মতে, আল্লাহ্ একই সাথে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। এই সূত্র ধরে অদ্বৈত বেদান্তের মতো সুফিদের আল্লাহকে একইসাথে সগুণ ও নির্গুণ বললে অত্যুক্তি হয় না। অদ্বৈত বেদান্তে বলা হয় একদিক থেকে ব্রহ্ম সগুণ আবার অন্য দৃষ্টিতে ব্রহ্ম নির্গুণও বটে। সুফি দর্শনে বলা হয় আল্লাহ্র সমতুল্য কেউ নেই,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 690 - 701
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আল্লাহ্‌র সদৃশ কেউ নেই তাকে কোনো গুণের সীমাবদ্ধতায় বাঁধা যায় না। আল্লাহ্ পবিত্র, ত্রুটিহীন এবং সব কিছুর অতিবর্তী এই অর্থে আল্লাহ্ নির্গুণ আবার সৃষ্টির দিক থেকে আল্লাহকে সগুণ বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কতগুলি গুণের কথা এখানে বলা হল, আল্লাহ্ পরম দয়ালু (আর-রহমান), পরম করুণাময় (আর-রহীম), সর্বজ্ঞ (আল-আলীম), সর্বশ্রোতা (আস-সামী) সর্বদ্রষ্টা (আল-বাসীর), সর্বশক্তিমান (আল-কাদীর), পরম ক্ষমাশীল (আল-গফুর), -

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا[২৮]

অর্থাৎ "আল্লাহর জন্যই সুন্দরতম নামসমূহ; সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই নামগুলো দ্বারা ডাকো।"

> "আল্লাহর জাত বা সত্তা সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে তাঁর সিফাত বা গুণের পরিচয় লাভ করতে হবে। কেননা আল্লাহর গুণাবলি সমগ্র পৃথিবীতে মানব শরীরে ও আত্মার বিশেষ নিদর্শন হিসেবে বিরাজ করছে। আল্লাহরই ঘোষণা এর সাক্ষ্য বহন করে 'সানুরিহিম আয়াতিনা ফিল আফাকি ওয়াফি আনফুসিকুম হাত্তা ইয়াতাবাইয়ানা লাহুম আন্নাহুল হাক্কু' অর্থাৎ 'আমি আমার চিহ্নসমূহ জগতে ও তাদের আত্মায় প্রকাশ করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, সত্য যেন তাদের নিকট প্রকাশিত হয়। সমস্ত বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য সৃষ্টির সীমাহীন বৈচিত্র্য শরীরতত্ত্বে আল্লাহ্‌র অপার কলা-কৌশল ও বিচিত্র ক্ষমতা, যে দিকেই তাকাই, সেদিকে তারই অনন্ত মহিমা এসবই আল্লাহর গুণ বা সিফাতের নিদর্শন। সমস্ত বিশ্বজগত ও অনন্ত সৃষ্টি যেভাবে জীবন ধারণ করে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে যেভাবে মানুষ বলীয়ান হয়, শক্তির সাহায্যে যেভাবে সৃষ্টি বিবর্তন ও পরিবর্তন লাভ করছে, ইচ্ছার কারণেই প্রেমের দ্বারা সমস্ত জগতের সৃষ্টি কিভাবে একে অপরকে আকর্ষণ করছে, কিভাবে কথা বলা, শ্রবণ করা ও দর্শন করা কার্যাদি সম্পাদিত হচ্ছে এ সকল কিছুই আল্লাহর গুণাবলির অন্তর্গত এবং এসব গুণের ধারক একমাত্র যাত পাক ইলাহী ব্যতীত আর কেউ নয়।"[২৯]

ভারতীয় সুফিসাধক দারাশিকোর ভাবনাতে আমরা অদ্বৈত চিন্তার ছোঁয়া পাই। তাঁর মতে, ঈশ্বরের প্রকাশ বা সগুণ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা সম্ভব। আধ্যাত্মিকভাবে উচ্চমার্গের সাধকগণ এই উপলব্ধির সমর্থ। ঈশ্বরের নূরের কথা তিনি বলেন যেখানে সগুণ ঈশ্বরের কথা স্পষ্ট। তিনি জালাল ও জামাল— এই দুটি নূরের কথা বলেন। জালাল অর্থাৎ ঈশ্বরের মহিমা, গাম্ভীর্য, শক্তি এবং জামাল অর্থাৎ ঈশ্বরের মাধুর্য ও সৌন্দর্য। এখানে ঈশ্বরকে তাঁর গুণ ও প্রকাশের মধ্যে চিন্তা করা হচ্ছে। কিন্তু দারাশিকো Nur-i-Dahat অর্থাৎ light of the essence—এর কথাও বলেছেন, যেটি ঈশ্বরের নির্গুণ দিক যা অদ্বৈতের নির্গুণ ব্রহ্মের সাথে তুলনীয়। তিনি বলেন, ঈশ্বরের pure essence বা অনির্ধারিত নিরাকার নির্গুণ সত্তাকে দেখা সম্ভব নয়। এটি ঈশ্বরের এমন এক স্বরূপ যা কোন নির্দিষ্ট গুণ বা রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন, সবকিছুর থেকে মুক্ত। দারাশিকো মানুষের দেহ এবং তাঁর মধ্যে থাকা এক আভ্যন্তরীণ শক্তি বা চেতনার কথা স্বীকার করেছেন, যাকে তিনি আত্মা বলেছেন। তাঁর মতে এই আত্মার মধ্যে ঐশ্বরিক আলোর প্রকাশ ঘটে। ঈশ্বরের essence—এর নূর আত্মার মধ্যে প্রকাশিত হয়। মানুষের আত্মা ঈশ্বরের নূর প্রকাশের উপায়। দারাশিকো নবী মুহাম্মদের ঈশ্বর দর্শনের দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেন যে একটা সময়ে দ্রষ্টা ও দৃশ্য এক হয়ে যায়। দ্বৈততার বিলীন হয়ে সব এক হয়ে যায়। এখানে আত্মা ও ঈশ্বরের স্বরূপগত অভিন্নতার সরাসরি ঘোষণা না থাকলেও, চরম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে আত্মসত্তার বিলোপ এবং দ্রষ্টা ও দৃশ্যের একীভবনের মাধ্যমে আত্মা ও ঈশ্বরের গভীর একত্বের ধারণা প্রকাশ পেয়েছে।

মনসুর আল - হাল্লাজের বিখ্যাত উক্তিটি 'Anā al-Ḥaqq' অর্থাৎ আমি সেই পরম সত্য একাধিক ভারতীয় সুফিসাধক অভ্রান্ত বলে মেনেছেন। সচল সারমস্ত, বুল্লে শাহ, দ্বারাশিকো প্রমুখ ভারতীয় সুফিসাধক আনাল হকের কথা বলেন। আর বলবেই না কেন এদেশে বেদান্ত তথা অদ্বৈত বেদান্ত তো ঠিক এই কথাটা বলে 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' - এই চারটি মহাবাক্যের মাধ্যমে, যার স্পর্শ ভারতীয় সুফি সাধকদেরকে সমৃদ্ধ করেছিল। এই উক্তিগুলির সারমর্ম হল আমিই তিনি বা আমি সেই পরম সত্য। অদ্বৈত বেদান্তে ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্মকে অভিন্ন বা এক বলা হয়েছে। সুতরাং চেতন জীবাত্মা যে চেতন ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন তা বারবার ঘোষিত হয়েছে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 690 - 701
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অদ্বৈত বেদান্তে। জীবের প্রকৃত স্বরূপ হল ব্রহ্ম। জীব অজ্ঞানবঃশত তাঁর প্রকৃত স্বরূপ ভুলে যায়। ব্যাবহারিকভাবে তাঁর মধ্যে অজ্ঞান থাকায় সে ব্রহ্ম থেকে নিজেকে আলাদা মনে করে কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে আসলে কোনও ভেদ নেই। জীব যখন তাঁর মধ্যে থাকা শরীর, মন ও অহংকারকে অতিক্রম করে যায় তখন সে যে ব্রহ্ম বা পরম চেতনা তা সে উপলব্ধি করে। এই জন্য আধ্যাত্মিক সাধকরা বিভিন্ন সময় উক্তি করেন যে 'নিজেকে জানো'। নিজেকে জানা মানে প্রকৃত সত্যকে জানা। নিজের আর আলাদা পরিচয় থাকে না, তখন শুধু একটা পরিচয় আমিই 'ব্রহ্ম'। তাই বলা হয় ব্রহ্মকে জানা মানে ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া। অন্যদিকে আনাল হকের মাধ্যমে মনসুর যা বঝাতে চান তা হল সাধক যখন তাঁর গভীর সাধনার মাধ্যমে নফস বা অহংকারের লয় ঘটায় তখন সে আল্লহর নৈকট্য বা তাঁর উপস্থিতির চরম উপলব্ধি করে এবং পরম সত্তার মধ্যে নিজেকে ভাবে, তখন আর কিছু থাকে না, তখন তাঁর মুখ দিয়ে একটা কথাই বেরিয়ে আসে যে আমিই পরম সত্য। সাধকের অজ্ঞান সরে গিয়ে তাঁর চেতনায় পরম সত্তার উপস্থিতি প্রবল হয়ে ওঠে। তবে মনে রাখতে হবে 'আনাল হাক্ক' এ সরাসরি এটা ঘোষণা করা হচ্ছে না যে— 'আমি আল্লাহ'; বরং বলা হচ্ছে এটা এমন এক মরমি অবস্থার প্রকাশ, যেখানে সাধকের ব্যক্তিগত 'আমি' বিলীন হয়ে পরম সত্য—আল-হক্—ছাড়া আর কিছুই তার চেতনার কেন্দ্রে অবশিষ্ট থাকে না।

> "...আনাল হাক্ক নিজেকে আল্লাহর অংশ হিসেবে নিজেকে 'আমিই পরমসত্য' ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর এরূপ প্রতিটি বাণী ছিল আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করেই। সুফিরা জানতেন, মনসুর কোন অর্থে নিজেকে আনাল হাক্ক বলছেন। আল্লাহর সাথে তাঁর নৈকট্য এতটাই গভীর হয়ে উঠেছিল যে, তিনি নিজেকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেন না। তাই তিনি নিজের নাম পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন। তার পরিবর্তে নিজেকে আনাল হাক্ক বলে পরিচয় দিতেন।"[৩০]

এখানে অদ্বৈত বেদান্তের 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-এর সাথে আনাল হাক্ক-এর স্বতন্ত্রতা। কেননা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-তে যেমন সরাসরি ঘোষণা করা হয়েছে আমি ব্রহ্ম কিন্তু আনাল হাক্ক-এ সরাসরি ঘোষণা করা হয় না যে 'আমিই আল্লাহ্'। কিন্তু 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এবং 'আনাল হাক্ক' — দুটিই ব্যক্তিগত অহংকারের 'আমি' নয়; বরং ব্যক্তিসীমা অতিক্রম করে পরম সত্য উপলব্ধির কথা ঘোষণা করে। এদিক থেকে উভয়ই ধারণার মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে।

সুফি দর্শনে ফানা ও বাকার সাথে অনেকে অদ্বৈতের মুক্তির তুলনা করেন। ফানা ও ব্রহ্মজ্ঞান— উভয়ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত অহং ও পৃথকত্বের চেতনা অতিক্রম একটি কেন্দ্রীয় সাধনাগত লক্ষ্য। ফানা স্তরে সাধক আমিত্ববোধকে মুছে ফেলে ও বাকা স্তরে অদ্বৈত চেতনা থাকে তখন আমি ও তুমির ভেদ থাকে না। শুধু আল্লাহ্ চেতনা থাকে। ফানা ও নির্বাণের মধ্যে সদর্থক সামঞ্জস্য মূলত সাধকের অহংকেন্দ্রিকতা, আসক্তি ও কামনা অতিক্রমের ক্ষেত্রে দেখা যায়। বৌদ্ধ দর্শনে নির্বাণ হলো তৃষ্ণা, আসক্তি ও অবিদ্যার নিবৃত্তির মাধ্যমে দুঃখের অবসান; অন্যদিকে সুফিবাদে ফানা হলো নফস বা অহংকেন্দ্রিক সত্তার বিলোপ এবং আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের অবস্থা। উভয় সাধনাপথেই সাধারণ 'আমি' — যে 'আমি' কামনা, আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও আত্মকেন্দ্রিকতার দ্বারা আবদ্ধ — তার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা গুরুত্বপূর্ণ। ফলে তুলনামূলকভাবে বলা যায়, নির্বাণে তৃষ্ণা ও অহং-আসক্তির নিবৃত্তি এবং ফানায় নফসের বিলোপ— দুটিই আত্মকেন্দ্রিক বন্ধন থেকে মুক্তির সাধনা।

আরও একটি সদর্থক সামঞ্জস্য হল আসক্তিহীনতার আদর্শ। বৌদ্ধ সাধনায় তৃষ্ণা ও উপাদান বা আসক্তি দুঃখের কারণ; তাই অনাসক্তি নির্বাণের পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুফি সাধনাতেও জাগতিক ভোগ, কামনা, অহংকার ও 'আমিত্ব'-এর প্রতি আসক্তি অতিক্রম করে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। এইদিক থেকে উভয় সাধনাই মানুষকে বাহ্যিক আকর্ষণের পরিবর্তে অন্তর্মুখী আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক রূপান্তরের দিকে পরিচালিত করে।

উভয়ের মধ্যে অন্তর্জগতের পরিশুদ্ধি-র ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। বৌদ্ধ ধ্যান, শীল ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে লোভ, দ্বেষ ও মোহকে ক্ষয় করার চেষ্টা করা হয়। সুফি সাধনায় জিকির, মুরাকাবা, মুজাহাদা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নফসের বিভিন্ন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই মুক্তি কেবল কোনো বাহ্যিক অর্জন নয়; বরং সাধকের চেতনা ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 690 - 701
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জীবনদৃষ্টির গভীর পরিবর্তন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে নির্বান ও ব্রহ্মলাভ একই। আর অন্যদিকে নির্বান ও ফানা বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ, সুতরাং ফানার সাথে ব্রহ্মলাভের যোগ তুলনীয়।

সুফিসাধক শাহ আব্দুল লতিফের চিন্তাতেও আমরা অদ্বৈত বেদান্তের স্পর্শ পাই—

"তখনও বলেননি তিনি, 'হও', প্রথম বার, তখনও
হাড়-মাংসের এই দুনিয়া কল্পনাই করেননি কেউ,
আদম তখনও পায়নি তার আকার ও রূপ
সে তখনও নয় মানুষ ততটা,
সেই তখন থেকেই আমার সম্পর্ক,
তখন থেকেই এই পরিচয়।
"আমি কি তোমার প্রভু নই" আওয়াজ এল
স্পষ্ট এবং মধুময়;
সে আওয়াজ শুনে
আমি সারা প্রাণ দিয়ে বলে উঠি, 'হ্যাঁ তো'
সেই ক্ষণ থেকে আমি বাঁধা আছি প্রেমে।
"হও" যেদিন বললেন আল্লাহ্, যেদিন জেগে উঠল রুহ,
তার আগে সবই ছিল এক;
সব একাকার ছিল, এবং দেখো,
সেইখানে স্থির হয়ে আছে আমার এ গোত্রজন্ম,
এখনও বয়েই চলেছি সে চিহ্ন
প্রিয় আমার, তোমার সঙ্গে সেই এক হয়ে থাকা,
বইছি এখনও।"[৩১]

মহান সুফিসাধক শাহ আব্দুল লতিফ উপরিক্ত উক্তিতে অদ্বৈতের কথা বলেছেন। তাঁর মতে প্রাথমিকভাবে, আদিতে সবকিছু এক হয়ে ছিল, বহু ছিল না। সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়েছিল। কোনো কিছুতে ভেদ ছিল না। এবং আদি থেকে আমাদের সেই একের সাথে সম্পর্ক। পূর্বে থেকেই সেই এক ঈশ্বরের সাথে আমাদের প্রাণ একই সুতোয় বাঁধা আছে। আমারা তাঁর সাথে একই প্রেমে বাঁধা হয়ে আছি। যখন এই জগতে কোন জীবের সৃষ্টি হয়নি, এমনকি আদমের সৃষ্টি হয়নি, আদমের রূপ ও আকার গঠিত হয়নি তখন থেকে আল্লাহর সাথে মানুষের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল। এখনো সেই ঈশ্বরের সাথে আমরা সম্পর্কিত হয়ে আছি। এখনো তাঁর সাথে আমরা আধ্যাত্মিক বাঁধনে বাঁধা পড়ে আছি এবং এই সম্পর্ক এখনও বয়ে চলেছি। তাঁর সাথে এক হয়ে আছি এবং এই এক হয়ে থাকাকে বয়ে চলেছি অবিরাম।

একত্বের প্রতি তাঁর গভীরতম প্রেম প্রকাশ পেয়েছে তার নিম্নোক্ত উক্তিটির মধ্য দিয়ে--

"এই দেহ জপের মালার মতো মন তার কেন্দ্রে থাকা ফুল
আর হৃদয় একটি বীণা।
প্রেম অবিরাম
বাজিয়ে চলেছে এক মিলনের সুর সারা দেহতন্ত্রজ জুড়ে।
স্নায়ুরা গাইছে, কেউ নেই, কেউ নেই, আর তোমার মতন
তুমিই রয়েছো শুধু, তুমিই সে এক।..."[৩২]

অর্থাৎ জপের মালার কেন্দ্রে থাকা ফুলের মতো মন আমাদের দেহের কেন্দ্রে রয়েছে। আর আমাদের মধ্যে থাকা হৃদয়কে শাহ আব্দুল লতিফ বাদ্যযন্ত্র বীণার সঙ্গে তুলনা করেছেন। বীণাতে যেমন সুর বেজে ওঠে ঠিক তেমনি যেন আমাদের হৃদয়ে সুর বেজে ওঠে। এই সুর মিলনের সুর, এই সুর ঐক্যের সুর, এই সুরে নেই কোন বিচ্ছিন্নতার ইঙ্গিত, আছে শুধু অখণ্ডতার,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 690 - 701
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একত্বের ইঙ্গিত। শাহ আব্দুল লতিফ আরো বলেছেন যে, আমাদের সমগ্র শরীরে ছড়িয়ে থাকা স্নায়ুরা যেন আর কোন কিছুর অস্তিত্বকে সেই পরমের মতো করে উপলব্ধি করতে পারছে না। স্নায়ুরা সবকিছুর ভিড়ে শুধু সেই এক-কে খুঁজে পাচ্ছে। একথা বলার মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে শাহ আব্দুল লতিফ কত বড় একজন সুফি সাধক ছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবন সেই পরমের ঘরে বিভোর ছিল।

অদ্বৈত বেদান্তে ব্রহ্ম লাভ করা বা ব্রহ্মের সাথে মিশে যাওয়াকে মুক্তি বলা হয়েছে। ঠিক এই কথাটি সুলতান বাহু বলছেন। সুলতান বাহুর মতে সুফিদের মূল আদর্শ হল প্রিয়তমের (ঈশ্বর) সাথে মিশে যাওয়া, এ জগতে এটাই একমাত্র সত্য, বাকি সব মিথ্যা। তাই বাহু বলেন -

"Na main alam na main fazal na mufti na qazi hu,
Na dil mera dozakkh mange na shauq bahishti razi hu;
Na main terraiye roze rukhe na main pak Namazi hu
Bajh wasaal allah de bahu duniye koori baazi hu."[৩৩]

অর্থাৎ -

"প্রণম্য কোনও পণ্ডিত নই আমি হে,
বিচারক নই, আইনের বড় অস্তাদ,
নরকের কোন আকাঙ্ক্ষা নেই হৃদয়ে
বেহেশত চায় না আমার অন্তরাত্মা।
নিয়ম মাফিক উপবাসও আমি করি না,
সাধু নই, আমি নামাজে নেই আসক্তি
শুধু তাঁর সাথে একাকারত্ব চেয়েছি
পরোয়া করি না মিথ্যা কিংবা সত্যের।"[৩৪]

অর্থাৎ বাহু উক্ত পঙ্‌ক্তিতে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে বেশি করে প্রকাশ করেছেন, ধর্মীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক যে নিয়মগুলি রয়েছে সেগুলিকে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাঁর মনের মধ্যে কোনো স্বর্গের জন্য লোভ নেই, তিনি শুধু প্রিয়তমকে লাভ করতে চান। বাহু কোনোকিছুকে পরোয়া করছেন না। সবই তাঁর কাছে তুচ্ছ। অদ্বৈত বেদান্তে ব্রহ্ম লাভ করা বা ব্রহ্মের সাথে মিশে যাওয়ার সেই কথা বলা হয় যে কথাটি ঠিক সুলতান বাহু বলছেন।

বুল্লেহ শাহ তাঁর রহস্যময় জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে তথা শেষ পর্যায়ে একজন পরিপূর্ণ সুফিসাধকে উন্নীত হয়েছিলেন এবং তিনি বৈদান্তিক ঈশ্বরের ধারণায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী অর্থাৎ তিনি সবকিছুর মধ্যে বিরাজ করছেন। মনে করা হয় এই পর্যায়ে তিনি ঈশ্বরের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। সাধারণত খুবই কম মানুষ এই সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাঁদের মধ্যে তিনি একজন। বুল্লেহ শাহ সুফিবাদের দীক্ষা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈত ধারণা লাভ করেন। তিনি এমন একজন সুফি সাধক যিনি মুহাম্মাদের পাশাপাশি খ্রিস্ট, কৃষ্ণ, রাম এমনকি সকল মানুষ ও পশু-পাখির মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন, -

"প্রভু যে আমার, এসেছেন আজ মানবরূপে
কখনও হরিণ
কখনও ব্যাঘ্র
কখনও শিকার
শিকারী কখনও
তিনিই মালিক
ক্রীতদাসও তিনি।
বিক্রেতা আর
ক্রেতাও তিনিও।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 690 - 701
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মালিক আমার এসেছেন আজ মানবরূপে
চলেছেন খেলে
আজব এই খেলা,
আমাকে নাচান
যেন তাঁর হাতে পুতুল খেলছে
তাঁর হাতে তালি, আমি নেচে চলি
তাঁরই ইচ্ছার
সুরে তালে নাচি
এসেছেন তিনি মানুষের বেশে।”[৩৫]

বুল্লেহ শাহ সর্বেশ্বরবাদী ও অদ্বৈতবাদী ধারণার ভিত্তিতে নিজের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বেদান্ত দর্শনে যেমন প্রশ্ন তোলা হয়েছে আমি কে? আমার স্বরূপ কি? ঠিক একইভাবে বুল্লেহ শাহ প্রশ্ন তুলেছেন আমি কে? আমার পরিচয় কি? তিনি দাবি করেন তিনি কোন নির্দিষ্ট ধর্মের বা আচার অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত নন। আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে তিনি ছিলেন সর্বেশ্বরবাদী মতে বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁর এই সর্বেশ্বরবাদী মত অন্যান্য সুফিদের মতো ছিল না। তার সর্বেশ্বরবাদী মত হিন্দু ধারণা যথা পুনর্জন্ম, কর্মবাদ ইত্যাদির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি আত্মা এবং ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য একটি মানবজনম যথেষ্ট নয়। বহু জীবনের সৎকর্ম পারে সেই পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলন ঘটাতে। বুল্লেহ শাহ ঈশ্বরের সাথে মিলনের জন্য সাধকের অবশ্য করণীয় কয়েকটি কর্তব্যের কথা বলেছেন। তা হল, ঈশ্বরের সাথে মিলনের জন্য সাধককে সম্পূর্ণরূপে পাপ থেকে মুক্ত হতে হবে। সকল প্রকার বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে। প্রতিটি কর্ম ও চিন্তায় ঈশ্বরকে স্মরণ করতে হবে। অদ্বৈত চিন্তা বুল্লেহ শাহের সাধক জীবনকে পরিচালিত করেছিল।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভারতীয় সুফি ও অদ্বৈত বেদান্ত সম্পূর্ন দুটি আলাদা স্থান, কাল ও পাত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে এবং ভারতীয় প্রেক্ষাপটে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাবও রয়েছে। ভারতীয় বৈদান্তিক চিন্তা উপরোক্ত আলোচিত সমস্ত সুফিসাধককে কোনও না কোনোভাবে আকৃষ্ট করেছিল, তার জ্বলন্ত উদাহরণ হল দারাশিকো। বহু ভারতীয় সুফিসাধক আছেন যাদের তত্ত্বে ও সাধনায় বৈদান্তিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে যা আমার এই ক্ষুদ্র গবেষণা পত্রে অনালোচিত থেকে গিয়েছে।

Reference:

১. কঠোপনিষদ, ২/১/১০
২. ব্রঃ সূঃ ১/১/১২
৩. স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, ব্রহ্ম সূত্র: শ্রী শঙ্করাচার্যের ভাষ্য অনুসারে, অদ্বৈত আশ্রম, ২০০৫, পৃ. ৭৩
৪. ব্রঃ সূঃ, ৩/২/১৪
৫. কঠোপনিষদ, ১/৩/১৫
৬. ব্রঃ সূঃ, ১/৪/২৩
৭. ব্রঃ সূঃ, ১/৪/২৪
৮. মুণ্ডকোপনিষদ্, ১/১/৭
৯. ব্রঃ সূঃ, ১/৪/২৬
১০. মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩/২/৯
১১. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৩/১৪/১
১২. ব্রঃ সূঃ, ১/২/৮
১৩. ব্রঃ সূঃ, ১/৪/২২

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 690 - 701
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৪. ছান্দোগ্য উপনিষদ,৬/৮/৭
১৫. বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১/৪/১০
১৬. ঐতেরেয়, ৩/১/৩
১৭. মাণ্ডক্যপনিষদ্, ২
১৮. সূরা মুহাম্মদ, ৪৭:১৯
১৯. আহ্মাদ, মোস্তাক, ইবনুল আরাবীর ওয়াহাদাতুল ওজুদের রহস্যভেদ, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২৪
২০. সূরা আল হাদীদ, ৩ নম্বর আয়াত
২১. সূরা কাসাস, ৮৮ নং আয়াত
২২. আহ্মাদ, মোস্তাক, ইবনুল আরাবীর ওয়াহাদাতুল ওজুদের রহস্যভেদ, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৯৮
২৩. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৩/১৪/১
২৪. আহ্মাদ, মোস্তাক, ইবনুল আরাবীর ওয়াহাদাতুল ওজুদের রহস্যভেদ, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৬
২৫. সূরা আল- ইখলাস ১১২:১-৪
২৬. হাদীস-ই-কুদসী
২৭. আহ্মাদ, মোস্তাক, ইবনুল আরাবীর ওয়াহাদাতুল ওজুদের রহস্যভেদ, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৯৫
২৮. সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৮০
২৯. আহ্মাদ, মোস্তাক, ইবনুল আরাবীর ওয়াহাদাতুল ওজুদের রহস্যভেদ, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৭
৩০. https://share.google/q5hchVQ7whVgkpMiv
৩১. কাফি, আব্দুল, দূরের মাদল, একটি তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৩০৭
৩২. কাফি, আব্দুল, দূরের মাদল, একটি তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৩০৮
৩৩. CHOPRA, R. M., Great Sufi Poets Of The Punjab, Iran Society, Calcutta, 1999, P. 116
৩৪. কাফি, আব্দুল, দূরের মাদল, একটি তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২৮৫
৩৫. কাফি, আব্দুল, দূরের মাদল, একটি তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৩০১

Bibliography:

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, *ব্রহ্ম সূত্র*: শ্রী শঙ্করাচার্যের ভাষ্য অনুসারে, অদ্বৈত আশ্রম, ২০০৫
কাফি, আব্দুল, *দূরের মাদল*, একটি তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, ২০১৬
করীম জওহর, মোবারক, *ভারতের সুফি* (১ম খণ্ড) ও (দ্বিতীয় খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১ লা বৈশাখ ১৪১৯
আহ্মাদ, মোস্তাক, *ইবনুল আরাবীর ওয়াহাদাতুল ওজুদের রহস্যভেদ*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬
চৌধুরী, রমা, *বেদান্ত ও সুফি দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০২২
চৌধুরী, রমা, *বেদান্ত দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০২৩
Dara Shikuh, *Majma'-ul-Bahrain, or The Mingling of the Two Oceans*. Edited and translated by M. Mahfuz-ul-Haq, Asiatic Society of Bengal, 1929
Chaudhuri, Dr. Roma, *Ten Schools of the Vedanta*, Rabindra Bharati University, Kolkata, 2012
CHOPRA, R. M., *Great Sufi Poets Of The Punjab*, Iran Society, Calcutta, 1999